শিশুদের জন্য

প্রকাশনায় ও প্রচারে
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
গাংনী, মেহেরপুর

অর্থায়নে
সেভ দ্য চিলড্রেন

শিশুদের জন্য

প্রকাশনায় ও প্রচারে
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
গাংনী, মেহেরপুর

অর্থায়নে
সেভ দ্য চিলড্রেন

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকাশনায়
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
বাঁশবাড়ীয়া, গাংনী, মেহেরপুর
ফোনঃ +৮৮-০৭৯২২-৭৫০৪৬
ই-মেইল ঃ psksmeherpur@gmail.com
info@psks-gm.org
ওয়েবসাইট ঃ www.psks-gm.org

উপদেশক
মুহঃ মোশাররফ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, পিএসকেএস

সম্পাদক
মোহাঃ সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, শিশুদের জন্য প্রকল্প

সহযোগিতায়
মোহাঃ কামরুজ্জামান, ফোকাল পারসন, শিশুদের জন্য ও পরিচালক (কর্মসূচি), পিএসকেএস
মোঃ কামরুল আলম, উপ-পরিচালক (কর্মসূচি), ইসিপি, পিএসকেএস
মোহাম্মদ ইফতে খাইরুল ইসলাম, এমএন্ডই অফিসার, শিশুদের জন্য প্রকল্প
এস এম মাহবুবুর রহমান, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, শিশুদের জন্য প্রকল্প

সার্বিক তত্বাবধায়ক
মুহঃ মোশাররফ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, পিএসকেএস

অর্থায়নে
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

মুদ্রণে
অন্বেষা কম্পিউটার্স, ৩২৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা

হোসনেয়ারা খন্দকার
প্রোগ্রাম ডিরেক্টর-শিশুদের জন্য কর্মসূচি
সেভ দ্য চিলড্রেন
বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস

বাণী

"মেহেরপুরের সকল শিশু শিখবে এবং পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবে" এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেভ দ্য চিলড্রেন-শিশুদের জন্য কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ বিগত সময়গুলোতে আমাদের পাশে থেকে নিবিড়ভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় এ কর্মসূচি মেহেরপুর জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও কমিউনিটিতে ০-১৮ বছর বয়সী শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে বহুমূখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ২০০৭ সাল থেকে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ২০১৫ সাল থেকে মেহেরপুরের স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা-পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতিকে আমরা বন্ধু সংস্থা হিসেবে পাশে পাই। তারাও একই লক্ষ্য অর্জন তথা শিশুদের জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে শিশুদের জন্য কর্মসূচির সকল কর্মকান্ড গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলায় সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে যা ইতোমধ্যে মেহেরপুরবাসীর নিকট অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমরা যে সাফল্যগুলো একত্রে অর্জন করতে পেরেছি তা শিশুদের দীর্ঘস্থায়ী-ইতিবাচক পরিবর্তনে এই জনপদের অধিবাসীগণ আজীবন ধরে রাখবে এবং চলমান রাখতে পারবে এটাই আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।

মেহেরপুরের সকল শিশু আগামীদিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে এবং একটি সুখি-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে ভুমিকা রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। দীর্ঘ সময় ধরে সহযোগিতা করার জন্য মেহেরপুরবাসী, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতিকে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রকাশনার এ উদ্যোকে আমরা স্বাগত জানাই এবং উক্ত প্রতিষ্ঠনের উত্তরোত্তর সম্মৃদ্ধি কামনা করি।

মোঃ ফারুক হোসেন
সিনিয়র ম্যানেজার
সমন্বিত শিশু উন্নয়ন কর্মসূচী-শিশুদের জন্য
সেভ দ্য চিলড্রেন

বাণী

মেহেরপুর জেলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হওয়া সত্ত্বেও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। বিদ্যালয় ও কমিউনিটিতে শিশু নির্যাতন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব থাকায় অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মঙ্গলার্থেই বা উন্নয়ন করতে গিয়েই ঘটেছে শিশু নির্যাতনের মতো ঘটনা। বাল্যবিবাহ সংঘটনের ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ স্থানে থাকা জেলাগুলোর তালিকায় ছিল মেহেরপুর। এ ধরণের সমস্যার মূল কারণ হলো শিক্ষক ও অভিভাবকগণের সচেনতার অভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথা বা দীর্ঘ দিনের চর্চার কারণ বলে মনে করা হয়। ফলে শিশুদের উন্নয়নের একটি বড় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয় মেহেরপুর জেলা।

২০০৭ সালে আমরা মেহেরপুর জেলায় কাজ শুরু করি। শুরু থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি, মেহেরপুরের মানুষ নিজেরাই তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুক এবং চিহ্নিত সমস্যার আলোকে কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করুক। সে জন্য আমরা জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এমনকি গ্রাম পর্যায়েও অংশীজনদের সাথে একাধিকবার কর্মশালা করেছি এবং স্থানীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। প্রকল্পের শুরু থেকে বর্তমান অব্দি অসংখ্য সাফল্য গাঁথা মেহেরপুরের আলো-বাতাসে, সবুজ প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো বিনির্মাণের সাথে জড়িয়ে আছে যেমন ‘শিশুদের জন্য কর্মসূচি’র একদল সুদক্ষ কারিগরের নিরলস প্রচেষ্টা, তেমনি এই সফলতার সমান অংশীদার মেহেরপুরের সকল সরকারী বিভাগ এবং সকল শ্রেণী-পেশা-বর্ণ-গোত্রের মানুষ; যারা আন্তরিকভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সহযোগিতা করেছে।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে শিশুদের জন্য কর্মসূচি’র প্রকাশনা জনসম্মুখে তুলে ধরার এই প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই এবং এই প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মুহঃ মোশাররফ হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি

কিছু কথা

"মেহেরপুরের সকল শিশু শিখে পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবে", সেই লক্ষে ২০০৭ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন মেহেরপুরে "সমন্বিত শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি-শিশুদের জন্য" প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ শুরু করে। ২০১৫ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলায় কাজ শুরু করে। আমি সেভ দ্য চিলড্রেন-কে ধন্যবাদ দিতে চাই যে তারা শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে মেহেরপুরকে নির্বাচন করেছে এবং এমন একটি মহৎ কাজে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-কে সম্পৃক্ত করেছে। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) ও সেভ দ্য চিলড্রেন সমন্বিতভাবে মেহেরপুর জেলার প্রত্যেকটি শিশুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছে। সেক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, স্বাস্থ্য বিভাগ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষক, ইমাম, কাজী, সিসিজি, সিবিও, এনসিটিএফ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবকদের সর্বাত্নক সহযোগিতা পেয়েছি যা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। যার ফলে "সমন্বিত শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি-শিশুদের জন্য" প্রকল্পের দীর্ঘ ১২ বছরের ইতিহাসে অনেক সফলতা অর্জিত হয়েছে। তারই কিছু অংশ ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকাশনায় উপস্থাপন করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি।

"সমন্বিত শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি-শিশুদের জন্য" প্রকল্পের আওতায় এ প্রকাশনার উদ্যোগকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি এ প্রকাশনা প্রণয়নের সাথে জড়িত সহকর্মীবৃন্দের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সূচিপত্র

বিষয়	পাতা নং
প্রকল্প বাস্তবায়নের পটভূমি	৯
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও উদ্দীপনা	১০
• কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবা নিয়মিত করা	১০
• সোনামনি কর্ণার স্থাপন	১১
• প্রত্যন্ত অঞ্চলের মায়েদের জন্য ক্যাম্পেইনিং	১১
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ	১২
• প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩
• অভিভাবক সেশন এবং প্রাকৃতিক উপকরণ-এ শিক্ষার চর্চা	১৪
• প্রারম্ভিক বিকাশ ক্যাম্প স্থাপন	১৫
• আনন্দ আয়োজন	১৫
মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম	১৬-১৭
• বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরীতে খেলনা সামগ্রী স্থাপন ও মেরামত	১৮
• পড়া ও গণিতের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য লিটারেসি-নিউমারেসি বুস্ট বাস্তবায়ন	১৯
• শ্রেণীকক্ষকে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সজ্জিতকরণ ও পাঠে ব্যবহার	২০
• বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্রিয়করণ	২১
• বিদ্যালয়ে সম্পূরক পাঠ কর্মকান্ডকে সক্রিয়করণ (এসআরএম)	২২
• শিক্ষায় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	২৪
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি	২৫
• প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা	২৬
• বিদ্যালয়ে পানিসহ স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা নিশ্চিত করা	২৭
• প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ব্যবস্থাপনা	২৮
• বিদ্যালয় চক্ষু পরীক্ষা	২৯
• ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন	৩০
• কৈশোর উন্নয়নে বিদ্যালয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	৩১
• বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উদ্‌যাপন	৩২
কৈশোর উন্নয়ন	৩৪
• কৈশোর কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা	৩৪
• কৈশোর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (আর্স) দল	৩৫
• কমিউনিটি বেইজড্ স্বাস্থ্য শিক্ষা (সিবিএইচই)	৩৫
• চয়েচ দল	৩৬
শিশু সুরক্ষা	৩৭
• নৈতিক শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩৮
• বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ	৩৯
• পথ-নাটক প্রদর্শন	৪০
• মতামত বক্স	৪১
শিশু অধিকার	৪২
• এনসিটিএফ এর কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা	৪৩
• দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ	৪৩
• শিশু সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং শিশু পত্রিকা প্রকাশ	৪৪
• গণ-শুনানি।	৪৫
কমিউনিটি মবিলাইজেশন	৪৬-৪৭

প্রকল্প বাস্তবায়নের পটভূমি

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মেহেরপুর জেলাধীন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের পলাশীপাড়া গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবক দ্বারা গঠিত একটি বেসরকারী সংগঠন। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এবং নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

মেহেরপুরের সকল শিশু শিখে পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবে এ লক্ষকে সামনে রেখে ২০০৭ সাল হতে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যশনাল সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-শিশুদের জন্য (আইসিডিপি-এসজে) বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটিতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি ২০১৫ সাল হতে যুক্ত হয় এবং গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এটি একটি স্পন্সরশিপ প্রকল্প, যার মূল উপকারভোগী হচ্ছে মেহেরপুর জেলাধীন ০-১৯ বছর বয়সী সকল শিশু। শিশুদের জন্য প্রকল্পটি তার লক্ষ অর্জনের জন্য যে সকল বিষয় নিয়ে কাজ করছে তা হলো শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও উদ্দীপনা, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ, মৌলিক শিক্ষা, বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কৈশোর উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার এবং কমিউনিটি মবিলাইজেশন। ন্যাশনাল চিলড্রেন'স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)কেও সহযোগিতা প্রদান করা হয়; যাতে এই সংগঠন শিশু অধিকার বিষয়ক কার্যপদ্ধতি বেগবান করে শিশু অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও উদ্দীপনা

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও উদ্দীপনা গর্ভ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের লক্ষ হলো ছোট্ট শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটানো। শূন্য থেকে তিন বছর বয়সী শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ সময় শিশুদের মস্তিষ্কের বড় অংশের বিকাশ ঘটে। উদ্দীপনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ নিউরন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়া মায়েদের প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয়। ইতিবাচক উদ্দীপনার মাধ্যমে কিভাবে নিউরনের সংযোগ ঘটিয়ে ছোট শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটানো যায় সে বিষয়ে গর্ভবতী মহিলা এবং মায়েদেরকে কাউন্সেলিং দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলা এবং মায়েরা যাতে নিয়মিত কাউন্সেলিং সেবা নিতে পারে এ জন্য প্রকল্প এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিকে কাজ করা হয়। যেখান থেকে মা এবং গর্ভবতী মহিলা সেবা নেয়। শিশুর প্ররম্ভিক যত্ন ও উদ্দীপনা কর্মসূচির মধ্যে যে কার্যক্রম রয়েছে তা হলোঃ

- কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সেবা নিয়মিত করা;
- সোনামনি কর্ণার স্থাপন;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের মায়েদের জন্য ক্যাম্পেইনিং।

কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সেবা নিয়মিত করা

শিশুদের জন্য প্রকল্পের শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও উদ্দীপনা কর্মসূচির অন্যতম একটি কার্যক্রম হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সেবা নিয়মিত করা বিশেষ করে গর্ভবতী মা এবং ৩ বছর বয়সী শিশুর মাকে কাউন্সেলিং। কারণ মা যদি সঠিকভাবে তার শিশুর যত্ন নেন তবেই একটি শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে। প্রকল্প শুরুর দিকে কমিউনিটি ক্লিনিকে মা ও শিশুর যে সেবা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে খুব বেশী ধারণা ছিলনা। এমনকি গর্ভাবস্থায় একজন মহিলা এবং প্রসবের পর একজন মা ও শিশুর পর্যায়ক্রমে কি ধরণের সেবা বা যত্ন নিতে হয় তাও খুব বেশী মা' জানত না।

শিশুদের জন্য প্রকল্প কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সেবাগুলো যেন শিশুর মা এবং গর্ভবতী মহিলারা নিতে পারে সেজন্য শিশুর মা, গর্ভবতী মহিলাদের সচেতনতার পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিক-এর কর্মীদের সক্রিয়করণে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন সরকারের মাঠ পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান- সিসি, ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী কর্তৃক বাড়ি পরিদর্শনের সময় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও যত্ন বিষয়ে সচেতনতা বার্তা প্রদান, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও উদ্দীপনার তথ্যযুক্ত উপকরণ বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের মাসিক সমন্বয় সভায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও উদ্দীপনার বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা, হাসপাতালগুলোতে সোনামনি কর্ণার স্থাপন ইত্যাদি। প্রকল্প হতে গাংনী-২২টি এবং মুজিবনগর-১১টি, মোট ৩৩টি ক্লিনিকের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করা হয়েছে।

মোছাঃ রোখসানা আক্তার (৩৭), গৃহীনী। ১ ছেলের জননী এবং আবার গর্ভবতী। স্বামী মোঃ আলফাজ উদ্দিন (৪৬), পেশা কৃষিকাজ। রোখসানা আক্তার সপ্তম শ্রেণী পাশ। সে আগে জানত গর্ভাবস্থায় অথবা শিশুর জন্মের পর কোন সমস্যা হলেই কেবলমাত্র ডাক্তার দেখাতে হয়। সে জানত না যে, কোন নারী যখন জানতে পারে তার গর্ভে শিশু এসেছে তখন থেকেই নিয়মিত সেবা নিতে হয় এবং শিশু জন্মের পরবর্তী ২ বছর নিয়মিত শিশু এবং মা'কে চেক-আপ করাতে হয়। এমনকি এই সেবা নিতে যে কোন টাকা লাগেনা সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক এ সেবাগুলো যে বিনা পয়সায় পাওয়া যায় সেটাও জানত না। কিন্তু স্বাস্থ্য কর্মীর বাড়ি পারিদর্শন এবং প্রকল্পের নিয়মিত আলোচনায় অংশগ্রহণের ফলে সে এই বিষয়গুলো জানতে পেরেছে। সে তার বর্তমান গর্ভাবস্থায় তিনবার কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে চেক-আপ করিয়েছে। এ বিষয়ে সে বলে "আগের সন্তানের সময় আমি এ বিষয়গলো জানতাম না, কিন্তু এখন সঠিকভাবে আমার যত্ন নিচ্ছি যাতে আমার সন্তান সুস্থ্য এবং সবল হয়ে জন্ম নিতে পারে। যার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছি, নিয়মিত চেক-আপ করাচ্ছি।"

সোনামনি কর্ণার স্থাপন

শিশু বিকাশের আর একটি কার্যক্রম হচ্ছে সোনামনি কর্ণার। কর্ণারগুলো শিশুদের খেলার উপযুক্ত বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়। গাংনী উপজেলার আওতাধীন ২২টি এবং মুজিবনগর উপজেলাধীন ১১টি কমিউনিটি ক্লিনিকে মোট ৩৩টি সোনামণি কর্ণার স্থাপন করা হয়। এছাড়া গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ ১টি করে বিশেষ সোনামনি কর্ণার স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে মা যখন কাউন্সেলিং নিতে আসবে তখন যেন শিশুরা উপকরণগুলো নিয়ে খেলতে পারে এবং আনন্দে থাকার পাশাপাশি উপকরণগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে। একই সাথে বাসায় মা কিভাবে এসব উপকরণ তৈরী করে শিশুর সাথে খেলতে পারে সে বিষয়টি মায়েদেরকে হাতে-কলমে শেখানো হয়। এভাবে নতুন নতুন খেলনা তৈরী করে শিশুদের সাথে খেলা করলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশেও সহায়তা হয় পাশাপাশি নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে পারে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মায়েদের জন্য ক্যাম্পেইনিং

অনেক সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মায়েদের পক্ষে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। কারণ সেখানে হয়ত নিয়মিত স্বাস্থ্য কর্মী যেতে পারেনা; মায়েরাও দূরে হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসতে চায়না। এ বিষয়টি মাথায় রেখে প্রকল্প থেকে এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য ক্যাম্পেইনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাম্পেইন করা এলাকায় দুইদিন যাবৎ মাইকিং করা হয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত দিনে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবাদানকারী কর্মীদেরকে উপস্থিত করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে সেখানে সেবা গ্রহীতা সকল গর্ভবতী মহিলা, শিশুর মাদেরকে কাউন্সেলিং করা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোকে ক্যাম্পেইনিং-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ কর্মসূচির লক্ষ হচ্ছে শিশুদের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন করার জন্য শেখায় সহযোগিতা করা। ইসিসিডি প্রোগ্রামের অধীনে প্রি-প্রাইমারী ক্লাস, আরলি লিটারেসি এবং ম্যাথ, প্যারেন্টিং, শিশুদের জন্য রিডিং এবং স্কুল প্রস্তুতি কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হয়। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদেরকে মৌলিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত করে তোলা হয়। ৫ বছর বয়সী কিন্তু ৬ বছরের কম বয়সের শিশুরা একটি আনন্দঘন পরিবেশে তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করার সুযোগ পায়। আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ এবং আনন্দময় পদ্ধতির মাধ্যমে এই আনন্দঘন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। কমিউনিটিতে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী পরিচালনার মাধ্যমে ইহা সম্পাদন করা হয়। এই কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুদের বিদ্যালয় সম্পর্কে ভীতি দূর করা এবং একটি ইতিবাচক পন্থায় তাদের শিক্ষা জীবন শুরু করা যা তাদের সারা জীবনে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে প্রকল্প থেকে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম চালু করা হয়।

- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- প্রারম্ভিক বিকাশ ক্যাম্প স্থাপন;
- অভিভাবক সেশন এবং প্রাকৃতিক উপকরণ-এ শিক্ষার চর্চা;
- আনন্দ আয়োজন।

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পূর্বে প্রস্তুতিমূলক যাবতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং শিশুর বুদ্ধি ও বিকাশমূলক কার্যক্রমকে বোঝায়। মূলত মূলধারা শিক্ষা শুরুর আগে শিশুদের মূলধারার জন্য উপযোগী করে তোলা, বিদ্যালয়ের ভয়-ভীতি দূর করা এবং বিদ্যালয়ে গমণের অভ্যাস তৈরী করাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কারণ সরাসরি কোন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে লেখাপড়া এবং পরীক্ষার চাপে বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে। তাই শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও ঝরে পড়ার হার কমাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বাড়াতে শিশুদের জন্য প্রকল্প শুরু থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং ২০০৮ সালে হতে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পের অধীনে ৫৪৭টি (গাংনী-৪২৯টি এবং মুজিবনগর-১১৮টি) প্রাক-প্রাথমিক ক্লাস পরিচালনা করা হয়েছে যাতে ১২,১৩৭ জন শিশু (গাংনী-৯,৮৫৫ জন এবং মুজিবনগর-২,২৮২ জন) শিক্ষা গ্রহণ করে। শিশুদের জন্য প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিশুরা যাতে আনন্দের সাথে খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শুরু করতে পারে এবং শিখতে পারে সেজন্য শিশু উপযোগী শ্রেণীকক্ষ, কারিকুলাম, বিশেষকরে ৫টি কর্ণার (কল্পনার কর্ণার, বই ও আঁকার কর্ণার, গেইম ও পাজল কর্ণার, ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্ণার, পানি ও বালির কর্ণার)-এর মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। কর্ণারগুলোর মাধ্যমে বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমটি সফল করতে নিম্নেলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ/মেরামত;
- শিশু উপযোগী উপকরণ সরবরাহ এবং শ্রেণীকক্ষ উপকরণ দিয়ে সাজানো;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ;
- কমিউনিটি জনগণকে সচেতন করতে কমিউনিটিতে সভা;
- নিয়মিত অভিভাবক সভা;
- শিক্ষা বিভাগের সাথে যোগাযোগ।

সকলের প্রচেষ্টায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যক্রমটি সফল হয় এবং কমিউনিটি ও সরকারি পর্যায়ে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কমিউনিটি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ফলে তারা নিজস্ব উদ্যোগে ৩৬টি (গাংনী-২৭ এবং মুজিবনগর-৯) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে যার শিশু সংখ্যা ৮৫২ জন (গাংনী-৫১৬ জন এবং মুজিবনগর-৩৩৬ জন)। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই সাফল্য নিয়ে সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যা প্রকল্পের একটি বড় অর্জন। বর্তমানে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সরকারি নিয়ম মোতাবেক চালু আছে।

অভিভাবক সেশন ও প্রাকৃতিক উপকরণ-এ শিক্ষার চর্চা

শিশু ও শিক্ষক ছাড়া যেমন একটি বিদ্যালয় সম্পূর্ণ রুপ পায় না ঠিক তেমনি অভিভাবক এবং অন্যান্য মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া একটি বিদ্যালয় লক্ষ পূরণে অক্ষম। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই বিদ্যালয়ের সাফল্য নির্ভর করে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুরা যেহেতু বয়সে ৬-এর নীচে এবং বেশীরভাগ সময় তারা পরিবারের সাথেই অবস্থান করে। তাই বাড়িতে তাদের কিভাবে যত্ন নেবে, কিভাবে তাদের সাথে বাবা-মা আচরণ করবে, কিভাবে শেখাবে এসব বিষয়ে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের নিয়মিত আলোচনার জন্য অভিভাবক সভা আয়োজন করা হয়।

ববিতা খাতুন একজন সফল মায়ের নাম। বাড়ি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের আড়পাড়া গ্রামের স্কুলপাড়া। তার স্বামীর নাম জিয়ারুল ইসলাম, যিনি একজন সাধারণ কৃষক। ববিতা খাতুন একজন গৃহিনী। গরীবের ঘরে জন্ম এবং অভাবের সংসারে স্কুল জীবন শেষ করার আগেই তাকে শিশু বিবাহের শিকার হতে হয়। বিবাহিত জীবনে ববিতার সংসারে আছে একমাত্র কন্যা সন্তান জুঁই। জুঁই-এর বয়স সবেমাত্র সাড়ে পাঁচ বছর। ববিতা ও তার স্বামীর বড় আশা নিজেরা জীবনে লেখাপড়া শেষ করতে পারেনি তবে সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে। এই লক্ষকে সামনে রেখে ববিতা তার একমাত্র কন্যা সন্তানকে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর আর্থিক সহায়তায় ও পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি'র বাস্তবায়নে শিশুদের জন্য প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। যার ফলশ্রুতিতে ববিতা প্রাক-প্রাথমিক কর্মকান্ডের একজন অভিভাবক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পান এবং তিনি প্রতিমাসে প্রাক প্রাথমিক স্কুলের ইএলএম প্যারেন্টিং এ নিয়মিত উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। প্যারেন্টিং অধিবেশন থেকে ববিতা শিখেছেন যে, মা-বাবারা তাদের শিশুদের শিখনে বাড়িতে প্রাকৃতিক উপকরণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করতে পারেন।

যেমনি শিখন তেমনি কাজ। ববিতা রান্না করার পাশাপাশি তার মেয়ে জুঁইকে বাড়িতে নিজের হাতে তৈরী করা কাঠি, রান্না করার পটল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি দিয়ে সংখ্যা গণনা শিখাতে সহায়তা করেন। পাশাপাশি তিনি তার বাড়িতে অনেক স্থানীয় উপকরণ নিজের হাতে তৈরী করে শিশুর পড়ালেখায় সার্বিক সহযোগিতা করেন।

ববিতা বলেন, "আমি নিজে আমার পরিবার থেকে কখনও এই পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা করতে পারার সহায়তা পাইনি। কিন্তু আমার শিশু প্রাক-প্রাথমিক পড়ে বিধায় প্যারেন্টিং সেশনে এসে এইসব কৌশল শিখে আমি আমার শিশুকে নিয়ে নিয়মিত চর্চা করি। ফলে জুঁই এখন চোখের সামনে যা পায় তা-ই গণনা করতে থাকে এবং সে এখন বেশ ভাল গণনা ও মুখে মুখে যোগ-বিয়োগ করতে পারে। প্যারেন্টিং সভায় প্রতিনিয়ত উপস্থিত হয়ে শিখেছি কীভাবে হাত ধুতে হয় (রান্না করার আগে, খাওয়ার পূর্বে, পায়খানা থেকে ফিরে এসে) তা শিখে নিজে চর্চা করি একই সাথে পরিবারের সবাইকে চর্চা করতেও সহায়তা করি।"

ববিতা মনে করেন পলাশীপাড়ার প্রাক-প্রাথমিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি বেশ কিছু কৌশল ও চর্চা বিষয়ে শিখতে ও বুঝতে পেরেছেন, যা তার এবং তার পরিবারের সকলের জন্য বিশেষ করে তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান জুঁইকে প্রাকৃতিক উপকরণের মাধ্যমে শেখায় সহযোগিতা করতে পারছেন। ববিতা বিশ্বাস করেন যে, প্যারেন্টিং থেকে ভবিষ্যতে তিনি আরো ভাল কিছু শিখতে ও জানতে পারবেন; এতে করে তিনি তার সন্তানকে বেশী বেশী শিখতে সহযোগিতা করতে পারবেন যার ফলে জুঁই-এর ভবিষ্যৎ আরো ভালো হবে। একই সাথে তাদের এলাকাতে এই ধরণের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও মা'দের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তিনি পিএসকেএস ও সেভ দ্য চিলড্রেনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রারম্ভিক বিকাশ ক্যাম্প স্থাপন

প্রারম্ভিক বিকাশ ক্যাম্প একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমণের উপযোগী করে তোলা হয়। বিশেষ করে যে সকল এলাকায় শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না বা যাদের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে না তাদের নিয়ে তিন মাসের একটি বিশেষ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাম্পগুলো আয়োজন করা হয় বছরের শেষের দিকে অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে। এই তিন মাসে একজন সহায়ক তাদের ক্লাস নিয়ে থাকে। এটি মূলত প্রাক-প্রাথমিকের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাক-প্রাথমিকের সকল বিষয়গুলোই প্রায় প্রারম্ভিক বিকাশ ক্যাম্পের আওতাভূক্ত থাকে। এর ফলে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ভয়-ভীতি দূর হয়, শিশুরা বিদ্যালয়মূখী হয়, নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং পড়াশোনায় উৎসাহ পায়।

আনন্দ আয়োজন

আনন্দ আয়োজন একটি অনুষ্ঠান; যেটি প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী সমাপ্ত হওয়ার পর প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে অয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য হলো শিশুরা যে একটি শ্রেণী পাশ করল তা উৎযাপন করা এবং আনন্দের সাথে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়া।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনে যে প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা হয় তা হলোঃ প্রথমে শিশুদের মৌখিক যাচাই করণের মাধ্যমে ১ম, ২য় এবং ৩য় নির্বাচন করে তাদের পুরস্কার দেওয়া হয় এবং সকল শিশুর মাঝে স্কুল ব্যাগ, কলম, পেন্সিলসহ একটি স্কেল বক্স প্রদান করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় – যাতে শিশুরা নিজেরা অংশগ্রহণ করে থাকে। পরে শিশুদের মাঝে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী পাশের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আনন্দ আয়োজনে উপস্থিত থাকতেন শিশু, এসএমসি সদস্য, অভিভাবক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সিসিজি এবং সিবিও সদস্য। প্রথমে আনন্দ আয়োজন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি হতে করা হলেও পরবর্তীতে কমিউনিটির লোক এবং অভিভাবকগণ আয়োজন করে থাকেন। বর্তমানে বিষয়টি এখনও চালু আছে এবং প্রতি বছর সকল প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দ আয়োজন অনুষ্ঠানটি করা হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে যে উপকার হয় তা হলোঃ

- শিশুরা আনন্দের সাথে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়;
- উপহার পাওয়ার ফলে তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষে মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সরাসরি সম্পৃক্ততায় প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ২১৬টি (গাংনী-১৭৪ ও মুজিবনগর-৪২) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সাথে কাজ করা হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ শিশুবান্ধব বিদ্যালয় পরিবেশ তৈরি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয়করণ, অভিভাবকের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিশুর পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে শিশুর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ, পুনরাবৃত্তি রোধ, সর্বোপরি সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তিকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ ও সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম ৬-১২ বছর বয়সী শিশুর শিখন ফল উন্নয়ন ও সার্বিক বিকাশের জন্য কাজ করে। মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ অর্জনে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা হলোঃ

- বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে খেলনা সামগ্রী স্থাপন ও মেরামত;
- পড়া ও গণিতের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য লিটারেসি-নিউমারেসি বুস্ট বাস্তবায়ন;
- শ্রেণীকক্ষকে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সজ্জিতকরণ ও পাঠে ব্যবহার;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্রিয়করণ;
- বিদ্যালয়ে সম্পূরক পাঠ কর্মকান্ডকে সক্রিয়করণ (এসআরএম);
- শিক্ষায় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি।

বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে খেলনা সামগ্রী স্থাপন ও মেরামত

শিশু বিদ্যালয়ে শিখবে আনন্দের সাথে। সেখানে সে খেলবে, পড়বে এটাই স্বাভাবিক। পালাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি সেভ দ্য চিল্ড্রেন-এর সহযোগিতায় সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-শিশুদের জন্য (আইসিডিপি-এসজে) বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের লক্ষ মেহেরপুরের সকল শিশু শিখে পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবে। শিশু বিকাশের পূর্ব শর্ত হচ্ছে বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। প্রকল্প কাজ করার শুরুর দিকে বিদ্যালয়গুলোতে ছিল না শিশু উপযোগী কোন খেলার সামগ্রী। খেলার মাঠ থাকলেও প্রায় সকল মাঠ ছিল খেলার অনুপযোগী এবং বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা এবং শ্রেণীকক্ষগুলো থাকত অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

বিদ্যালয়কে শিশু উপযোগী করে তুলতে প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক, কমিউনিটি সদস্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে আলোচনা এবং কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমনঃ প্রতি মাসিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা, মা সমাবেশে আলোচনা, নিয়মিত বিদ্যালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি। তাছাড়া বিদ্যালয়ে শিশুরা যাতে নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারে সেজন্য ১৫১টি বিদ্যালয়ে (গাংনী-১৪৭টি ও মুজিবনগর-৪টি) শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ৪৭টি বিদ্যালয়ের (গাংনী-৩৮টি এবং মুজিবনগর-৯টি) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ২২টি বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তা (গাংনী-১৫টি ও মুজিবনগর-৭টি) মেরামত, ৭৫টি শ্রেণীকক্ষ (গাংনী-৬৪টি ও মুজিবনগর-১১টি) মেরামত এবং উপকরণ দিয়ে সুসজ্জিত করণের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে শিশুরা যাতে খেলতে পারে সেজন্য ১২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (গাংনী-৮৮টি ও মুজিবনগর-৩৩টি) মাঠে খেলার সামগ্রী স্থাপন করা হয়।

উপরোক্ত কার্যক্রমের ফলে প্রতিটি বিদ্যালয় এখন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং শিশুরা পেয়েছে খেলার মত উপযুক্ত পরিবেশ। যা শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং পড়াশোনায় মনোযোগী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

পড়া ও গণিতের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য (এলবিএনবি) বাস্তবায়ন

নিউমারেসি বুস্ট হল সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গবেষণা ভিত্তিক উদ্যোগ যার উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীর সকল শিশুর শ্রেণী উপযোগী পঠন ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিশুদের পঠন ও মৌলিক গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৩য় শ্রেণীতে বইয়ের সংখ্যা ৬টি, যার মধ্যে ৫টি বই বাংলা। শিশুদের পঠন দক্ষতা না থাকলে কোন বই শিশুর পক্ষে সঠিকভাবে পড়া সম্ভব না। অপরদিকে গণিতের বিভিন্ন ধারণা, কাজ এবং গণিত নিয়ে কথা বলা বা আলোচনা শিশুদের ফলাফলে এবং বিদ্যালয়ের সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গণিত হল এমন একটি বিষয় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গণিতের বিষয়বস্তু। সমাজ, কর্মক্ষেত্র এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজ করার জন্য শিশুসহ সকলের গাণিতিক দক্ষতা বা গণিত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধেকেরও বেশি শিশু গণিতের কাঙ্খিত দক্ষতা অর্জন না করেই প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করে। এই বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে এবং লিটারেসি বুস্ট-এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে সেভ দ্য চিলড্রেন মেহেরপুর জেলায় ২০১৩ সালে নিউমারেসি বুস্ট কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৩৫টি এলবিএনবি ক্লাব (গাংনী-১৭০টি ও মুজিবনগর-৬৫টি) পরিচালনা করা হয়।

এই প্রক্রিয়ার প্রথমে বিদ্যালয়ে ১ম এবং ২য় শ্রেণীর দুর্বল শিশু নির্বাচন/বাছাই করা হয়। তারপর তাদের নিয়ে স্কুলের একটি কক্ষে পড়ানো হয়। এর জন্য একজন সহায়ক কাজ করে থাকেন। সহায়ক কিভাবে ক্লাব পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে তাকে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ক্লাবে শিশুরা বিভিন্ন ধরণের খেলা, একক, জোড়ায় এবং ছোট দলে কাজ ও আলোচনার মাধ্যমে গণিতের মৌলিক বিষয়বস্তু যেমন গণনা, সংখ্যা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, জ্যামিতি, পরিমাপ প্রভৃতির দক্ষতা অর্জন করে। নির্দিষ্ট সময় পর প্রতি ক্লাবে শিশুদের মান যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় সকল শিশুই কাঙ্খিত লক্ষ অর্জনে সক্ষম এবং বিদ্যালয়ে আগের তুলানায় পড়াশোনায় অনেক ভাল করছে। বিষয়টি কমিউনিটিতে গুরুত্ব পাওয়ায় ৭০৬টি ক্লাব কমিউনিটির উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছে এবং বর্তমানে ২৯টি চালু রয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিশু, অভিভাবক, কমিউনিটির লোকজনের সম্পৃক্ততায় কার্যক্রমটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

শ্রেণীকক্ষ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সজ্জিতকরণ ও পাঠে ব্যবহার

আনন্দঘন শিখনের অন্যতম শর্ত হলো আকর্ষণীয় ও শিশুবান্ধব শিখন পরিবেশ। আকর্ষণীয় শ্রেণী পরিবেশ সকল শিশুর পড়া ও লেখা এবং গণিতের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাতে শিক্ষকগণ পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে এবং শিশুদের আঁকা ছবি ও লেখা শ্রেণীকক্ষে লাগিয়ে বা প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ আকর্ষণীয় করে শিশুদের পাঠদান করতে পারে। উপকরণ তৈরি করার সময় শিক্ষকগণ অবশ্যই শিশুর জানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরী করেন যা শিশুর মৌখিক ও লিখিত ভাষা গঠন এবং গণিতের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে। শিক্ষক পাঠ পরিচালনার সময় শ্রেণীতে সাজানো উপকরণগুলো ব্যবহার করেন এবং শিশুদেরকে সাজানো বা প্রদর্শিত উপকরণ থেকে শিখতে উৎসাহিত করেন। উপকরণসমূহ আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করতে হবে । প্রতিটি পোস্টারে বা কার্ডের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট করে করা হয় যাতে শিশুরা ভালোভাবে দেখতে পায়। শ্রেণীকক্ষের উপকরণসমূহ যাতে শিশুরা যত্ন করে সে জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্রিয়করণ

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকে। এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসএমসি বা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার বিল অনুমোদন করা, বিদ্যালয় পরিচালনা ও সামগ্রিক উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, শিশু ভর্তি, শিশু জরিপ, ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনা ও বিদ্যালয়ে সীমিত পরিসরে উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করা ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বের আওতাভূক্ত।

কিন্তু কমিটির অনেক সদস্যই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ঠিকমতো জানেন না। আবার অনেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হলেও সেসব পালনে আন্তরিক নন। অনেকে এসএমসির মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন না। অনেক সময় বাড়ি গিয়ে কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়। ফলে কোনো কোনো বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রায় অকার্যকর। সারা দেশের মত মেহেরপুর জেলাতেও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর বা সক্রিয় না করে যে বিদ্যালয়ের কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব না। বিষয়টি অনুধাবন করে শিশুদের জন্য প্রকল্প কর্মএলাকায় ২১৬ (গাংনী-১৭৪টি ও মুজিবনগর-৪২টি) প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছেঃ কমিটির সদস্যদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান, নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজনে সহায়তা, এসএমসি সদস্যদের সাথে বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং নিয়মিত ফলোআপ ইত্যাদি।

প্রকল্পের সার্বিক প্রচেষ্টা এবং শিক্ষক, এসএমসির সদস্যগণ তাঁদের কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ায় বর্তমানে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সদস্যগণ নিয়মিত বিদ্যালয়ে খোঁজ-খবর রাখছেন।

বিদ্যালয়ে সম্পূরক পাঠ কর্মকান্ডকে সক্রিয়করণ-SRM

(Supplementary Reading Material (SRM)

বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে প্রায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশুভর্তিসহ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য হলেও ভর্তিকৃত সকল শিশু সফলতার সাথে ৫ বছর মেয়াদী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারছে না। ভর্তি হওয়া প্রায় অর্ধেক শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে; আবার যারা ৫ম শ্রেণী পাশ করছে তাদের বেশিরভাগই কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে স্বনির্ভর পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে পাঠাভ্যাস বাড়ানো। শিক্ষার্থীরা যদি ভালোভাবে পড়তে পারে তাহলে বাড়ির পড়াগুলো নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। আর নিজের পড়াগুলো যদি নিজেরাই তৈরি করতে পারে তাহলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে এবং পুনরাবৃত্তি ও ঝরে পড়ার হার কমবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠাভ্যাস বাড়াতে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে গ্রন্থাগার থাকবে যা সরকারিভাবে প্রাপ্ত সহায়ক পড়ার সামগ্রী বা Supplementary Reading Material (SRM) নামে পরিচিত।

কার্যক্রমটি পরিচালনার পদ্ধতি হচ্ছে, ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীই এই গ্রন্থাগারের সদস্য। প্রত্যেক শ্রেণীতে দু'জন দলনেতা গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুদেরকে সহায়তা করার জন্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী থেকে আরো দুই জন করে মোট ৪ জন শিক্ষার্থী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়। দলনেতারা বই লেনদেন, রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, আলমারীতে বই সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা, পড়ার সাথী ভিত্তিক শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সহায়তা করাসহ অন্যান্য দায়িত্বগুলো পালন করে। স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে এই দলনেতা নির্বাচন করা হয়। পড়ার সাথী কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা তত্বাবধানে এবং শিশুদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন উৎসাহী শিক্ষককে পয়েন্ট পার্সন হিসেবে মনোনীত করা হয়। প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকের মতামতের ভিত্তিতে এই পয়েন্ট পার্সন মনোনীত হন।

সরকারের এই কার্যক্রম সফল করতে শিশুদের জন্য প্রকল্প ২১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় (গাংনী-১৭৪টি ও মুজিবনগর-৪২টি) গ্রন্থাগারের জন্য শিশুদের জন্য বয়স উপযোগী মজার মজার রঙ্গিন, ঝলমলে এবং সহজে বোধগম্য হয় এমন বই ও দেশ বিদেশের সাথে পরিচিতি লাভের জন্য গ্লোবসহ একটি করে বই রাখার আলমারী প্রদান করে। পাশাপাশি পয়েন্টপার্সন শিক্ষক এবং দলনেতাদের সাপ্লিমেন্টারি রিডিং ম্যাটেরিয়াল (এস আর এম) ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রতি বছর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উক্ত কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়ার আগ্রহ এবং দক্ষতা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (দায়িত্বপ্রাপ্ত), মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, "এটি খুবই একটি ভাল এবং কার্যকরী উদ্যোগ ছিল। যদিও বিষয়টি সরকারীভাবে আগে থেকেই ছিল, কিন্তু নানান কারণে আমরা এটিকে কার্যকর করতে পারিনি। এইজন্য পলাশীপাড়া এবং সেভ দ্য চিলড্রেনকে ধন্যবাদ।" তিনি আরো বলেন, "আগে আমরা যখন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতাম তখন দেখা যেত ৪র্থ আথবা ৫ম শ্রেণীতে পড়ে অথচ সঠিকভাবে রিডিং পড়তে পারছে না। কিন্তু এখন ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুরাও দেখা যায় অনেক সুন্দরভাবে পড়তে পারছে।" সর্বশেষে তিনি বলেন, "আমি আমার কর্মএলাকায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে যাতে কার্যক্রমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চালিয়ে যাব।"

শিক্ষায় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি

বর্তমান বিশ্বে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠদানের সবচেয়ে কার্যকর প্রযুক্তি। শিশুদের মানসম্মত ও স্থায়ীত্বশীল শিখন নিশ্চিত করা এবং সহজ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রমাণিত প্রযুক্তি। পাঠদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৬৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যাতে তাঁরা পাঠদান এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যেতে পারেন। ছাত্র/ছাত্রীরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির শ্রেণীকক্ষে আনন্দের সাথে এবং মনোযোগ দিয়ে পাঠ গ্রহণ করে। এমনকি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিদ্যালয় পালানো প্রবণ ও চঞ্চল প্রকৃতির শিশুদের আকর্ষণ করে। বর্তমানে ৬৯টি (গাংনী-৪৭ ও মুজিবনগর-২২) বিদ্যালয়ে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

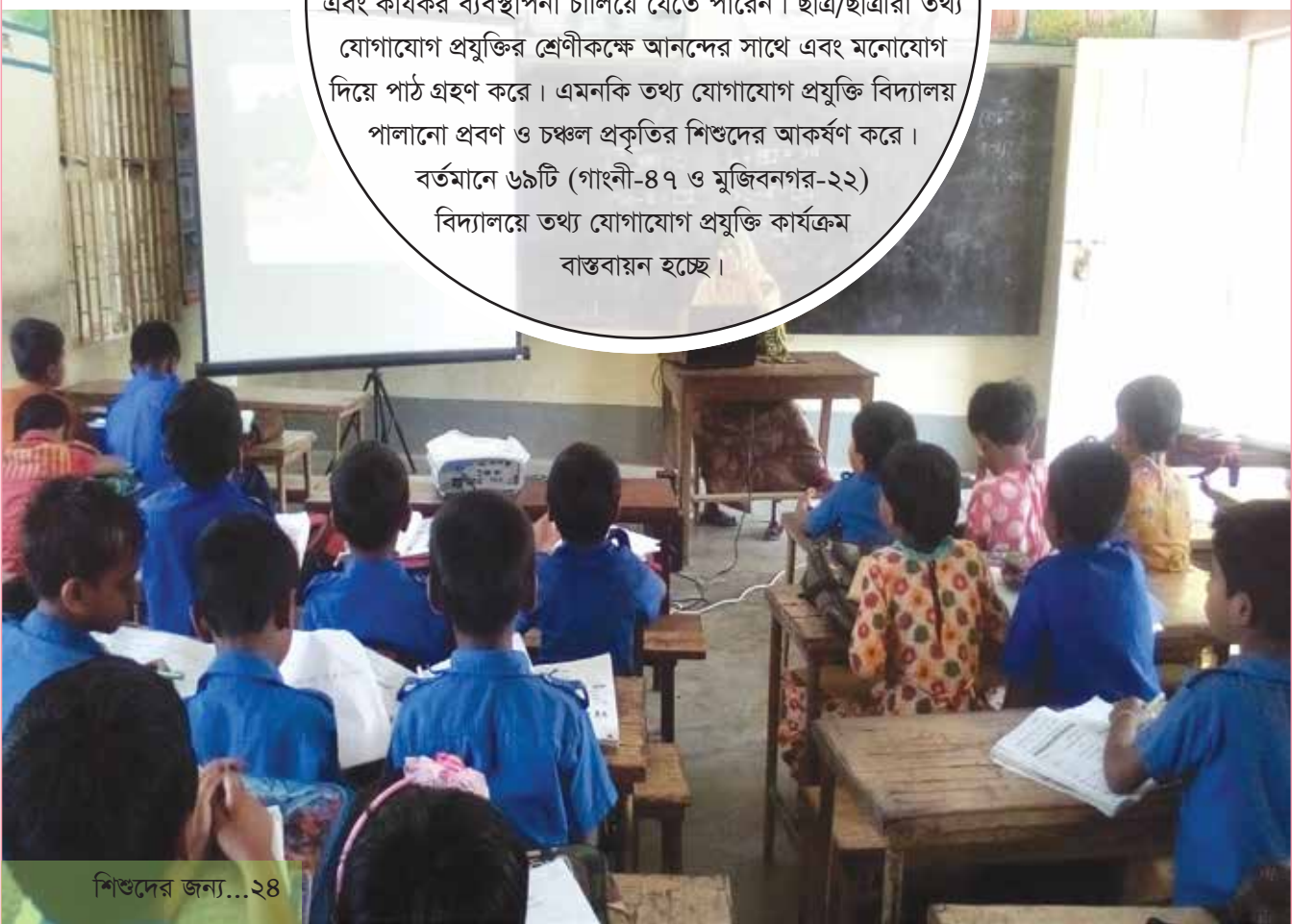

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

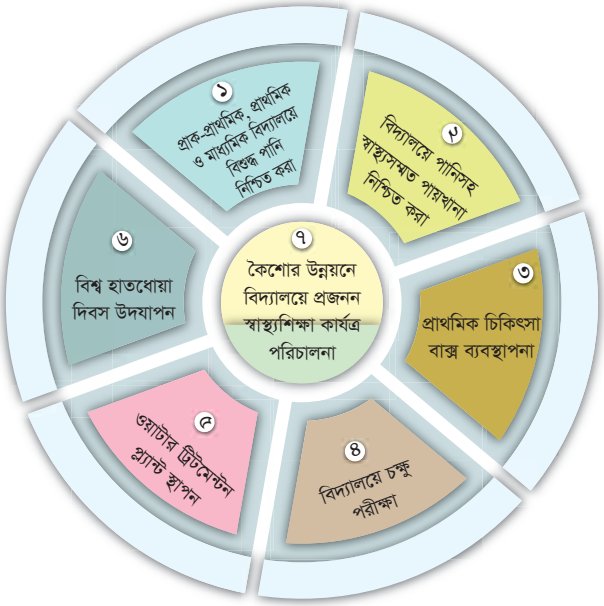

স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যেমন- নিয়মিত স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্লাশ সম্পাদন কাজে কৌশলগত সহায়তা করা হয়েছে। ৫-১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে যার উদ্দেশ্য হল শিশুরা স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, নিরাপদ পানি এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জানতে পারে। শিশুদের অনাকাঙ্খিত অসুস্থ্যতা থেকে মুক্তির জন্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপকরণ ব্যবস্থাপনা করতে সহায়তা করা হয়। প্রাথমিক পদ্ধতিতে শিশুদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবককে চিকিৎসার জন্য অবগতকরণ একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। যে সকল এলাকায় আর্সেনিকের প্রকোপ রয়েছে সে সকল এলাকার শিশুদের অর্সেনিকমুক্ত পানি নিশ্চিতকরণে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা

পানির অপর নাম জীবন। কিন্তু সে পানি হতে হবে অবশ্যই বিশুদ্ধ এবং জীবাণুমুক্ত। আর শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ পানির কোন বিকল্প নেই। শিশুরা বিশুদ্ধ পানি পান না করলে রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। শিশু বেশী বেশী রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হলে শিশু বিকাশে বাধাগ্রস্থ হয়, অপুষ্টিতে ভোগে, রোগা হয়ে বড় হয়। যার ফলে আক্রান্ত শিশুদের কাজের প্রতি আগ্রহ কম থাকে, মনোযোগ থাকেনা। এমনকি পড়াশোনার প্রতিও না। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে শিশুদের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মএলাকায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিতকরণে নানা ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমনঃ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় টিউবওয়েল স্থাপন, অভিভাবক সভায় আলোচনা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় আলোচনা, ক্লাস পরিচালানার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা, প্রতি বছর আর্সেনিক পরীক্ষা করা ইত্যাদি। প্রকল্প হতে ১৪০টি (গাংনী-১১৮টি ও মুজিবনগর- ২২টি) বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিতকরণে গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়।

বিদ্যালয়ে পানিসহ স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা নিশ্চিত করা

বিদ্যালয়ে পানিসহ স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা নিশ্চিত করার লক্ষে শিশুদের জন্য প্রকল্প প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই চেম্বার বিশিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করার পাশাপাশি পায়খানা ব্যবহার এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। যেমনঃ ক্লাস পরিচালনার সময় পায়খানা ব্যবহারের সঠিক নিয়ম আলোচনা, অভিভাবক সমাবেশে আলোচনা, হাত ধোয়ার ব্যবহারিক সেশন পরিচালনা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা নিশ্চিতকরণে ২৯৫টি (গাংনী-২৩৮টি ও মুজিবনগর-৫৭টি) বিদ্যালয়ে পায়খানা স্থাপনসহ প্রতিটি বিদ্যালয়ে পায়খানা মেরামত করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স হলো এমন একটি উপকরণ যা দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এই চিকিৎসা বাক্স প্রত্যেকটি বিদ্যালয়সহ প্রতিটি বাড়িতে থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে যে কোন কারণে শিশুরা অসুস্থ্য হয়ে পড়লে চিকিৎসা বাক্সের মাধ্যমে সাথে সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব। এর ফলে শিশু বিপদ হতে রক্ষা পেতে পারে।

এক সময় ছিল যখন শিশুরা বিদ্যালয়ে আসার পর কোন দুর্ঘটনা শিকার যেমন- জ্বর, হাত-পা কাটা, বা পেট ব্যাথা করলে শিশুরা বিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি চলে যেত। এই কারণে শিশুরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো। শিশুদের এ বিষয়টি বিবেচনা করে শিশুদের জন্য-এসজে প্রকল্প বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ব্যবস্থা চালু করে। প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বিদ্যালয়ে চালু করার জন্য প্রযোজনীয় ঔষধ সামগ্রীসহ ৩০৯টি (গাংনী ২৪৮টি ও মুজিবনগর ৬১টি) বিদ্যালয়ে একটি করে বাক্স প্রদানসহ প্রতি বিদ্যালয় হতে একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং পাশাপাশি প্রকল্প হতে নিয়মিত ফলোআপ করা হয়।

চিকিৎসা বাক্সগুলোতে যাতে নিয়মিত ঔষধ থাকে সেজন্য বিভিন্ন দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বিদ্যালয়গুলোর সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। যার ফলে এসএমসি, সিসিজি, সিবিও এবং ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে ঔষধ রিফিল হচ্ছে। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের স্লিপ-এর অর্থ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে ঔষধ রিফিল করা হচ্ছে। এখন প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ঔষধ থাকে এবং যে কোন সমস্যায় শিশুরা প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ব্যবহার করতে পারে।

শিশুদের চক্ষু পরীক্ষা

চক্ষু/দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা শিশুদের জন্য প্রকল্পের বিদ্যালয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির একটি কাজ। যা প্রতি বছর প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিচালনা করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য শিশুদের দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে কি-না তা নির্ণয় করার পাশাপাশি কোন সমস্যা চিহ্নিত হলে সে সকল শিশুরা যাতে চোখের সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে তার দিক নির্দেশনা প্রদান করা। প্রতি বছর প্রকল্প ২১৬টি (গাংনী-১৭৪টি ও মুজিবনগর-৪২টি) প্রাথমিক ও ৯৩টি (গাংনী-৭৪টি এবং মুজিবনগর-১৯টি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক চক্ষু পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যার আওতায় প্রতি বছর সকল বিদ্যালয়ের সকল শিশুর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়েছে। চক্ষু পরীক্ষার বিষয়টি শিশুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিষয়টি বিদ্যালয় পর্যায়ে স্থায়ীকরণে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে এ্যাডভোকেসি করা হয়। সরকার বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতি বছর চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন এবং পরিপত্র জারী করেন। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিষয়টি দেখাশোনা করেন।

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন

মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশের আর্সেনিক প্রবণ জেলার মধ্যে অন্যতম। আর আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করা মানে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়া। শিশুদের জন্য এটি আরো ক্ষতিকর। কারণ শিশু আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করতে থাকলে সে নানান ধরণের রোগ বালাই-এ ভূগবে, ফলে তার বেড়ে উঠা বাধার সম্মুখীন হবে, লেখাপড়ায় মন বসবে না। আর এভাবে কোন এলাকার শিশু বড় হলে সেখানে উন্নয়নও হবে না।

প্রকল্প শুরুর দিকে জরিপে দেখা যায় এলাকার লোকজন জানতোনা আর্সেনিকযুক্ত পানি কতটা ক্ষতিকর, আর যারা জানতো তারা বিষয়টাকে গুরুত্ব দিত না। এ পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিশুদের জন্য প্রকল্প তার কর্ম এলাকা মেহেরপুর জেলায় জরিপের মাধ্যমে অধিক আর্সেনিক প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে এবং এসব এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানি নিশ্চিতকরণে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭টি (গাংনী-১১টি এবং মুজিবনগর-৬টি) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়। প্রতি ২৫০ খানার জন্য একটি প্লান্ট স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যেমনঃ বিলবোর্ড স্থাপন, মাইকিং, মসজিদের ঈমাম দ্বারা মসজিদে আলোচনা, সচেতনতামূলক পথনাটক প্রদর্শন, সিসিজি, সিবিও কর্তৃক এলাকায় আলোচনা ইত্যাদি।

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট একটি বড় বাজেটের কাজ তাই প্রকল্প চলে যাওয়ার পর যেন এটি চলমান থাকে সেজন্য প্লান্ট ভিত্তিক একটি প্লান্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন কারা হয়। যাদের প্রধান কাজ প্লান্টকে সচল রাখা। আর এটি সচল রাখার জন্য প্লান্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি প্লান্ট হতে যে সকল পরিবার পানি ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে মাসিক নির্দিষ্ট হারে চাঁদা সংগ্রহ করে এবং রেজিস্টারের লিপিবদ্ধ করে রাখে। চাঁদার টাকার স্বচ্ছতার জন্য প্রতিটি প্লান্টের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। প্লান্টের নামে আলাদা বিদ্যুৎ মিটার নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিলসহ যাবতীয় খরচ চাঁদার টাকা হতে মেটানো হয়। প্রতি দু'ই মাস পরপর কমিটির সভায় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে সকল প্লান্ট সচল রয়েছে এবং মানুষ নিয়মিত পানি পান করছে। শিশুদের জন্য প্রকল্প চলে যাওয়ার পর এই প্লান্টগুলোর সার্বিক দেখাশোনা কে করবে সে বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে প্লান্টের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে একটি সভা করা হয় সেখানে মেহেরপুর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জেলাধীন সকল প্লান্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কৈশোর উন্নয়নে বিদ্যালয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

কৈশোর উন্নয়নের জন্য কমিউনিটির পাশাপাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কৈশোর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ছিল একটি বড় কাজ। এই কার্যক্রমের মধ্যে বিদ্যালয়গুলোতে কিশোর কিশোরীদের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মহিলা শিক্ষকগণ কিশোরীদের এবং পুরুষ শিক্ষকগণ কিশোরদের প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা কাযক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল তা হলো-

- কৈশোরকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন;
- মাদক প্রতিরোধ;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ;
- মাসিক চলাকালীন পরিচর্যা;
- স্বপ্নদোষ; এবং
- ইভটিজিং।

শিক্ষকগণ প্রতিমাসে একটি করে বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের ক্লাশ নিয়ে থাকেন। ক্লাশ পরিচালনা হচ্ছে কিনা তা রেজিষ্টার খাতায় ডকুমেন্টেশন আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস রুটিনের মধ্যে এই কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এখন এটি সরকারি কারিকুলামের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার কারণে প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম-এর বিষয়গুলো যাতে করে খুব সহজে আইসিটির মাধ্যমে নিতে পারে সেজন্য বিদ্যালয়গুলোতে সিডি আকারে ডিস্ক প্রদান করা হয়। যার ফলে শিক্ষকদের ক্লাশ নিতে সুবিধা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের বুঝতেও সুবিধা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ফলে এখন বিদ্যালয়গুলো মেয়েদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন-এর ব্যবস্থা করেছে, যেন কোন মেয়ে মাসিক চলাকালীন সময়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত না থাকে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উদ্যোগে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ স্ব-স্ব বাজেটের মাধ্যমে তা সরবরাহ করছে।

বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উদ্‌যাপন

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশু বাড়িতে বা বিদ্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন সে যেন সুস্থ্য থাকে, তার মধ্যে যেন স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়গুলো সৃষ্টি হয় এবং তা অভ্যাসে পরিণত করতে পারে। এজন্য বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় একটি কাজ ছিল বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদ্‌যাপন করা। সঠিকভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে পারলে প্রায় ২০টি রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাবান দিয়ে ৬ ধাপে দু'হাত ভালোভাবে কচলিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। ছয় ধাপে হাত ধোয়া সম্পন্ন করলে জীবাণুমুক্ত হওয়া যায়। শিশুরা যেন সঠিক নিয়মে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে পারে এজন্য দিবসটি উপলক্ষে প্রকল্প এলাকায় সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলোতে প্রতি বছর দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

কৈশোর উন্নয়ন

১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের কিশোর-কিশোরীর ইতিবাচক পরিবর্তন এবং বয়ঃসন্ধিকালে সুস্থ্য ও সফল উন্নয়নের লক্ষে শিশুদের জন্য প্রকল্প কৈশোর উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কৈশোর উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছেঃ

১. কৈশোর কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা

২. কৈশোর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (আর্স) দল

৩. কামউনিটি বেইজড্ স্বাস্থ্য শিক্ষা (সিবিএইচই)

৪. চয়েচ দল পরিচালনা

কৈশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনা

১২-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে গঠিত দল যারা সপ্তাহে একবার মিলিত হয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জ্ঞান চর্চা, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। দলগুলো সমাজের সহযোগী হিসেবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করে থাকে।

২০১২ সাল থেকে সেভ দ্য চিলড্রেন মেহেরপুর জেলায় শিশুর বিকাশের পাশাপাশি কৈশোর উন্নয়নের কাজ করে আসছে। ২০১৫ সাল থেকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কিছু কিছু গ্রামে কৈশোর উন্নয়নের জন্য কৈশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের নিয়ে গঠিত একটি দল যারা সপ্তাহে একদিন মিলিত হয় এবং সেখানে বসে অভিজ্ঞতা বিনিময়, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জ্ঞান চর্চা, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মোট কৈশোর কেন্দ্র ছিল ৪৭টি (গাংনী-২৭টি ও মুজিবনগর-২০টি)। কিশোরদের জন্য আলাদা এবং কিশোরীদের জন্য আলাদা কৈশোর উন্নয়ন কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রগুলো সর্বনিম্ন ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এর বেশি সদস্য আসার সুযোগ আছে। শুরুতে এই কেন্দ্র পরিচালনা করার জন্য সদস্যদের মধ্য থেকে ৫জন সদস্যকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়। এদের মধ্যে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, ক্রীড়া সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, যোগাযোগ সম্পাদক, অর্থনৈতিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করে। কেন্দ্র ব্যবস্থাপক কেন্দ্রের ভালো মন্দ সব কিছু পরিচালনা, যোগাযোগ সম্পাদক সদস্যদের সাথে যোগাযোগ, ক্রীড়া সম্পাদক কেন্দ্রের খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সদস্যদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সম্পাদক সদস্যদের অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পরিচালনা করে। সহায়কগণকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরণের গল্পের বই, খেলার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। যাতে এখানে এসে শিশুরা নিয়মিত গল্পের বই পড়তে ও খেলাধূলা করতে পারে। এছাড়াও কেন্দ্রগুলোতে জীবন দক্ষতার উপরে বিভিন্ন বই ছিল যেগুলোর মাধ্যমে শিশুরা জীবন দক্ষতার উপর জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শিশুরা বাড়িতে অভিভাবকের সাথে যে বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারতো না সেগুলো তারা কেন্দ্রে এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করে। এছাড়াও এখানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সমাজের সহযোগী হিসেবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে থাকে। পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি কর্তৃক শিশুদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও শিশুরা নিজেরাও সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২০১৭ সালে কিছু কৈশোর কেন্দ্র কমিউনিটি কোর গ্রুপ-এর কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং ২০১৮ সালে আরোও কিছু কৈশোর কেন্দ্র হস্তান্তর করা হয়। ২০১৮ সালে শুধুমাত্র সিসিজি লার্ণিং সেন্টার বেইজড্ কৈশোর কেন্দ্রগুলো রাখা হয় এবং সেগুলো পরিচালনা করার জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। সেন্টার বেইজড্ কৈশোর কেন্দ্রে সপ্তাহে একদিন পিয়ার গ্রুপ, একদিন চয়েচ গ্রুপ এবং একদিন কৈশোর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। লার্ণিং সেন্টার বেইজড্ এই কৈশোর কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

কৈশোর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (আর্স) দল

কৈশোর কেন্দ্রের সদস্য যাদের বয়স ১০-১৫ বছর। এই দল গঠনের উদ্দেশ্য সদস্যরা (কিশোর-কিশোরীরা) যাতে কৈশোর যৌন ও প্রজনন বিষয়ে জানতে পারে এবং এ সময়টিতে যে ধরণের শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন হয় তার সাথে মানিয়ে নিতে পারে। কৈশোর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (আর্স) দলটি একটি সেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা দল থাকে এবং প্রতি দলে একজন সহায়ক থাকে। ছেলে সহায়ক ছেলেদের সেশন এবং মেয়ে সহায়ক মেয়েদের সেশন পরিচালনা করে। প্রতি সপ্তাহে একটি বিষয় নিয়ে সেশন পরিচালিত হয়। এভাবে নয় মাসে একটি দল পরিচালিত হওয়ার পর আবার নতুন দল গঠন করা হয়। প্রতি বছর একই প্রক্রিয়ার আর্স দল পরিচালিত হয়। সেশনগুলোতে কিশোর-কিশোরীদের ১২টি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে যেমনঃ উপযুক্ত বয়সে বিয়ের অধিকার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার, কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জানা ও সেবা পাওয়ার অধিকারসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে বা অধিকারগুলো জানা এবং প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে নিজেরা যেমন ভালভাবে সুস্থ্য জীবন পরিচালনা করতে পারবে পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

কমিউনিটি বেইজড্ স্বাস্থ্য শিক্ষা (সিবিএইচই)

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি শিশু উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশু সঠিকভাবে সুস্বাস্থ্যবান এবং নিরোগ না হলে তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো প্রায় অসম্ভব; এমনকি লেখাপড়াও। তাই বিদ্যালয়ের পাশাপাশি কমিউনিটিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রকল্প ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে ১৬ জন শিশুর একটা দল গঠন করে যা' কামউনিটি বেইজড্ স্বাস্থ্য শিক্ষা (সিবিএইচই) দল নামে পরিচিত। এই দলের মধ্যে ২ জন সহায়ককে নির্বাচন করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সহায়ক প্রতি বৃহস্পতিবার দলে সেশন পরিচালনা করে থাকেন। সেশনে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সিবিএইচই দলের শিশুরা সেশন থেকে যে বিষয়গুলো জানতে বা শিখতে পেরেছে তা হলঃ শিশুদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ভাল রাখা ও তা রক্ষা করার নিয়ম কানুন, স্বাস্থ্য কি, শরীর সুস্থ্য না থাকলে কি হয় সে বিষয় সম্পর্কে এবং বাস্তব জীবনে কিভাবে অনুশীলন করতে হয় সে সম্পর্কে। ফলে শিশুরা স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাসগুলো মেনে চলছে এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে শিখাতে পারছে। এমনকি স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন পরীক্ষায় আসলে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ভালভাবে অনুশীলন করছে। সুস্থ্য সবল এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পেরেছে। সেইসাথে শিশুরা বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলোচনার পাশাপাশি নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদেরকে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে পারছে।

চয়েচ দল

১০-১৪ বছর বয়সের একই ভাই-বোনেরা এ দলের সদস্য হতে পারে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো লিঙ্গ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আচারণের পরিবর্তন। প্রতিটি দল ৮জন ছেলে (ভাই), ৮জন মেয়ে (বোন) মোট ১৬জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সংস্থা প্রতি বছর ৫-৬টি করে দল কর্ম এলাকায় পর্যায়ক্রমে গঠন করে পরিচালনা করে। প্রতিটি দলে দু'জন করে সহায়ক থাকে। সপ্তাহে একদিন সহায়ক তাদের সেশন পরিচালনা করে। সেশনগুলোতে মূলতঃ জেন্ডার বিষয়ে নিয়ে আলোচনা এবং ব্যবহারিক সেশন পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো বালক ও বালিকারা তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণে সম্মানিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করবে এবং ছেলে মেয়েরা জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে বেড়ে উঠবে।

দুটি বিষয়ে পরিবর্তনের জন্য মূলতঃ সেশনগুলো পরিচালনা করা হয়ঃ ১। আচরণগত এবং ২। দৃষ্টিভঙ্গিগতঃ

আচরণগত	দৃষ্টিভঙ্গিগত
সকালে ঘরের কাজে মেয়েদের সাহায্য করা যাতে মেয়েরা ছেলেদের সাথে একই সময় একই সাথে স্কুলে যেতে পারে।	শিক্ষিত মেয়েরা পরিবারে বিশেষ মর্যদা পাবে।
প্রতিদিন যাতে পড়াশুনার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় সেই বিষয়ে মেয়েরা বাবা মায়ের সাথে পরামর্শ করবে।	ছেলে মেয়ে উভয়ই সমভাবে মূল্যায়িত হবে।
ছেলেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব নিয়ে মেয়েদের সাথে ঘরের কাজগুলো করবে।	মেয়েদের কোথায় যাওয়া উচিৎ বা অনুচিত এবং ভাল মন্দ বুঝতে শিখবে।
মেয়েদের পড়াশুনার পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার জন্য তাদেরকে পানি আনা, খড়ি সংগ্রহ, বাসনপত্র ধোয়াতে ছেলেরা সহযোগিতা করবে।	কমবয়সী স্বামী- স্ত্রী তাদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সহজে আলোচনা করতে পারবে এবং অনেক বেশী সুখী জীবন যাপন করতে পারবে।
ছেলেরা মেয়েদের অপদস্থ করবে না।	পরিবার ছোট হলে স্বপ্ন পূরণও ভালো হয়।
বোনদেরকে স্কুলের কাজে বা পড়া তৈরীতে সহযোগিতা করবে।	বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা বা তার লক্ষে পৌঁছানোর অধিকার ছেলে মেয়ে উভয়ের আছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও আছে।
ছেলে সন্তানরা তাদের মাকে কাজে সহযোগিতা করবে।	

সেশন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ছেলে মেয়েরা বাড়িতে গিয়ে তাদের পিতা মাতার সাথে শেয়ার করে। যার ফলে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়।

কর্মএলাকায় সেশন পরিচালনার ফলে নিম্নেলিখিত পরিবর্তনগুলো লক্ষ করা যায়ঃ

- ধরা-ছোঁয়া, বেচা-কেনা করা যায় না এমন স্বপ্নগুলো প্রকাশ করতে পারে।
- পছন্দের স্বপ্নগুলো নিয়ে কথা বলতে পারে।
- বৈষম্য বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারে এবং জীবন যাপনে সমতার গুরুত্ব বুঝতে পারে।
- কিভাবে সম্মান অর্জন করা যায়, পছন্দ কিভাবে সুবিধাজনক পরিবর্তন আনে তা জানতে পারে।
- সুখী বাড়ি বলতে কি তা বুঝে এবং সুখী বাড়ি গঠনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পর্কে জানে।
- তারা জানে কাজের মাধ্যমে আশা সাজিয়ে জীবন সুন্দর করা যায়।
- লিঙ্গ বৈষম্য বিহীন একজন আর্দশ মানুষের চিত্র, রোল মডেল-এর মাধ্যমে শিশু থেকেই নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করে।

শিশু সুরক্ষা

শিশুদের জন্য কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিশু সুরক্ষা। শিশু সুরক্ষা একটি ক্রস-কাটিং কার্যক্রম যা সর্বত্র শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এই কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অংশীজন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা। শারীরিক শাস্তি বন্ধ করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিবাচক শৃংখলা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রকল্প এলাকায় মোট ২১৬টি (গাংনী-১৭৪টি ও মুজিবনগর-৪২টি) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটির সকল শিক্ষককে ইতিবাচক শৃংখলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা শিশু সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং নাটিকা প্রদর্শনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলা হয়। নিরাপদ শ্রেণীকক্ষ নিশ্চিত করা শিশু সুরক্ষার একটি কাজ। তাই প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতা ও কমিউনিটির উদ্যোগে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

- নৈতিক শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ;
- পথ-নাটক প্রদর্শন;
- মতামত বাক্স।

সুশিক্ষা নিশ্চিতে নৈতিক শিক্ষা

বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও আমরা প্রকৃত শিক্ষা অর্জন থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। শুধু শিক্ষায় শিক্ষিত হলে হবে না আমাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আর এই জন্য শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক শিক্ষা মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলে।

আমরা জানি আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ছোট থেকে শিশুদের যে শিক্ষা প্রদান করা হয় সেই শিক্ষাই শিশুরা মনের মধ্যে লালন করে বড় হয়। আর এই জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয় পরিবারেরও যথেষ্ট ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে শিশুদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি জীবনকে কিভাবে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করা যায় সেই শিক্ষা দিতে হবে আর এটাই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা। সাধারণতঃ শিশুরা বাবা- মা'র কথা থেকে শিক্ষকের কথার গুরুত্ব দেয় বেশি। তাই শিশুদের চারিত্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ কিভাবে করা যায় শিক্ষকগণের উচিত সেই দিকে পরামর্শ দেয়া।

শিশুদের এই নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষে শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে নৈতিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যাতে করে শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়গুলোতে শিশুর আচরণ, শিক্ষকের আচরণ, অভিভাবকের আচরণ এর চার্ট প্রদান করা হয়। শিক্ষকগণ এ্যাসেমব্লীতে শিশুর আচরণ, এসএমসি সভায় শিক্ষকের আচরণ এবং অভিভাবক সভায় অভিভাবকের আচারণসহ নৈতিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন যাতে করে বিদ্যালয় ও পরিবার উভয় স্থানে শিশুর নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহকে না বলুন

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ

একটি সুস্থ্য জাতি পেতে প্রয়োজন একজন শিক্ষিত মা, বলেছিলেন প্রখ্যাত মনিষী ও দার্শনিক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। অথচ আজ এই একুশ শতকে এসেও বাংলাদেশের ৬৬% মেয়ে এখনো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। আগামী প্রজন্মের সুস্থ্যভাবে বেড়ে উঠা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতেও বাল্য বিবাহ একটি বড় বাধা। বিষয়টি মাথায় রেখে প্রকল্প কর্মএলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমনঃ সকল বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা, কমিউনিটি কোর গ্রুপ (সিসিজি) এবং কমিউনিটি বেইজড্ অর্গানাইজেশন (সিবিও)-এর মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করা ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি মেহেরেপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং মেহেরপুরের উন্নয়ন নিয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তামগ্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় মেহেরপুর জেলাকে মাননীয় মন্ত্রী পরষিদ সচিব কর্তৃক বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করা হয়। ২০১৬ সাল হতে দিবসটি প্রতি বছর জেলা প্রশাসনের উদ্দ্যোগে আলোচনা সভা, র‍্যালী, পথসভা, পথনাটকসহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি পালনে সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় প্রকাশ্যে বাল্যবিবাহ নেই বল্লেই চলে। বর্তমানে কোন বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটতে দেখলে কমিউনিটি স্বপ্রণোদিতভাবেই উভয়পক্ষকে বুঝাতে চেষ্টা করে। তারপরও বন্ধ না হলে প্রশাসনকে অবহিত করে এবং প্রশাসনের সহায়তায় তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করে।

পথ-নাটক প্রদর্শন

প্রকল্পের শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং পিএসকেএস বদ্ধ পরিকর। বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রহার না করে ইতিবাচক শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসসিআই এবং পিএসকেএস শিক্ষকগণকে ইতিবাচক শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সেইসাথে শিশুর সাথে ইতিবাচক আচরণ ও শিশু বিবাহের মত সামাজিক সমস্যাকে মোকাবেলার লক্ষে এসসিআই এবং পিএসকেএস জনসচেতনতার জন্য পথ নাটকের পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে এলাকার শিশুদের নিয়ে নাটক প্রদর্শনের জন্য নাট্যদল তৈরী করে এদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে কমিউনিটিতে যোগাযোগ করে নাটক প্রদর্শন করা হয়। যার ফলে বাল্যবিবাহের মত অনেক সামাজিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় এবং সেইসাথে বিদ্যালয়সহ বাড়িতেও শিশুর সাথে ইতিবাচক আচরণ করা শুরু হয়। আমাদের দেশে কিশোরীরা বাল্যবিবাহের শিকার কিশোরদের চেয়ে বেশি। মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কিশোরীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিভাবকের কাছে বাল্যবিবাহের শিকার একটি মেয়ের মতামতের চেয়ে একটি ছেলের মতামত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাল্যবিবাহের কুফল বা খারাপ দিকগুলো কিশোর কিশোরীরা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে। তাই তারাই হতে পারে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকারী সৈনিক। অল্প বয়সে বিয়ে না দেওয়ার জন্য অভিভাবককে বোঝানো, জন্ম তারিখ দেখে বিয়ের বয়স ঠিক করা, বিবাহ নিবন্ধন, কাজীকে সঠিক তথ্য প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমিউনিটিকে সচেতন করে তুলতে পথ নাটক অধিকতর কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে। অপর দিকে শিশুকে শাস্তি না দিয়ে নিয়মের মধ্যে রেখে শিক্ষা প্রদান করা যায় সেই বিষয়ে পথ নাটক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

মতামত বাক্স পরিচালনা

মতামত, পরামর্শ ও অভিযোগ প্রদান পদ্ধতি হচ্ছে কতিপয় স্বচ্ছ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সমষ্টি যা উদ্দিষ্ট শিশু ও জনসমাজকে সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও প্রকল্পের আওতাধীন কর্মকান্ড ও কর্মী সম্পর্কে লিখিত অথবা মৌখিকভাবে মতামত অথবা অভিযোগ প্রকাশের নিরাপদ ও গোপনীয় উপায় অবলম্বনের সুযোগ দেয়।

শিশুদের জন্য প্রকল্পে মতামত বাক্স হচ্ছে একটি ব্যবস্থা বা উপায় যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সকল পক্ষ, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উপকারভোগী এবং প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে যেমনঃ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি-পিটিএ-সিসিজি-এর সদস্য, যে কোন দর্শনার্থী সেভ দ্য চিলড্রেন কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের কর্মকান্ড এবং বিদ্যালয়ের তথা শিক্ষার্থীদের ফলাফল, পড়ালেখা পরিচালনার পদ্ধতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ভালো লাগা, খারাপ লাগার অনুভূতি, মতামত ও পরামর্শ এবং অভিযোগসমূহ লিখিতভাবে জানাতে পারেন। বাক্সটি দৃষ্টিনন্দন ও শিশুবান্ধব। শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি বাক্সটি খুলেন। তবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় মনিটরিং করতে পারেন। প্রকল্প হতে ২১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (গাংনী-১৭৪টি ও মুজিবনগর-৪২টি) মতামত বাক্স প্রদান করা হয়েছে।

শিশু অধিকার

শিশু অধিকার ব্যবস্থাপনা সমন্বিত শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রস-কাটিং কার্যক্রম। মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং এবং শিশু প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ, নিউজলেটার প্রকাশ এবং জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি সহায়তা ও জ্ঞান বিনিময় করে ন্যাশনাল চিলড্রেন'স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)কে সহযোগিতা করা হয়েছে। শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের কার্যাবলীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনকে সক্রিয় করা হয়। এনসিটিএফ ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ করে যাতে সরকারের এসব অঙ্গ বিদ্যালয় এবং কমিউনিটিতে শিশুদের সমস্যার সমাধান করে। এনসিটিএফ কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করে। এনসিটিএফ-এর প্রতিনিধিরা শিশু সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। শিশু অধিকার সংরক্ষণে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহঃ

- এনসিটিএফ-এর কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা;
- দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ;
- শিশু সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং শিশু পত্রিকা প্রকাশ;
- গণ-শুনানি।

এনসিটিএফ-এর কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা

এনসিটিএফ জাতীয় পর্যায়ের একটি শিশু সংগঠন যা শিশুদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত। সারা দেশে এনসিটিএফ জেলা পর্যায়ে কাজ করলেও শুধুমাত্র মেহেরপুর জেলাতে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর অর্থায়নে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় মাধ্যমিক স্কুল পর্যায় হতে শুরু করে উপজেলাসহ পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করছে। এনসিটিএফ কমিটি শিশুর অধিকার ও সুরক্ষার জন্য বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও মাদকমুক্ত করার জন্য শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক কাজ করে আসছে।

দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ

এনসিটিএফ-এর কাজের একটি অংশ হচ্ছে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ। এই দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের মনের লুক্কায়িত প্রতিভা তুলে ধরতে পারে আবার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু শ্রম, মাদক প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে অন্যদের সচেতন করতে পারে। ২০১৫ সাল থেকে এনসিটিএফ স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতায় বছরে ৩বার দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে। এই দেয়াল পত্রিকাগুলো আবার শিশু অধিকার দিবসে ইউনিয়ন পরিষদে এনে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের উৎসাহিত করা হয়।

প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে এবং প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষকসহ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এই কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

দেয়াল পত্রিকার প্রকাশনার বিষয়ে শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুইজন শিশুর মতামত জানতে চাইলে তারা বলে, "দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের কথাগুলো তুলে ধরতে পারি, সেইসাথে বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমরা সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি।"

শিশু সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং শিশু পত্রিকা প্রকাশ

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুরাই বড় হয়ে একদিন বিভিন্ন বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ছোট হতেই যাতে শিশুরা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য শিশুদের জন্য প্রকল্প শিশুদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। শিশু সাংবাদিকদের দক্ষতা অর্জনের জন্য তাদের সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ তেমনি একটি প্রশিক্ষণ। ২৫০ জন এনসিটিএফ শিশুকে সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা যাতে প্রশিক্ষণে শেখা বিষয়গুলো কাজে লাগাতে পারে তার জন্য প্রতি বছর প্রতি উপজেলা হতে শিশুদের নেতৃত্বে একটি করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা প্রকাশের ফলে দুটো লাভ হতো একঃ লিখনের ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়; দুইঃ তাদের কথা/ভাবনা তুলে ধরতে পারে। তাদের লেখালেখি এবং দাবির ফলেই বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় সকল ইউনিয়ন পরিষদ তাদের বাজেটে শিশুদের জন্য খাত ভিত্তিক আলাদা বরাদ্দ রাখছে। যা একটি বড় অর্জন। অপরপক্ষে অনেক এনসিটিএফ সদস্য বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছে। যেমনঃ এস এম মুজাহিদ মুন্না ২০০৫ সালে তিনি ন্যাশনাল চিলড্রেন্স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং সংবাদিকতার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকায় ও জাতীয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল পূর্বপশ্চিম বিডি নিউজের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি মেহেরপুর জেলার প্রথম অনলাইন নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজে ২০১০ সালের শুরু থেকে স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। পরবর্তীতে প্রধান প্রতিবেদক হিসেবে পদোন্নতি পান। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর নিউজের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মেহেরপুর নিউজের জনপ্রিয় লাইভ টকশো আলাপন-এর সঞ্চালক হিসেবেও তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। মুজাহিদ মুন্না এর আগে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা বাংলাদেশ সময়, দৈনিক স্বাধীনমত, আজকের পত্রিকাসহ বেশকিছু জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

গণ-শুনানী

গণ-শুনানী একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন সমস্যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি তুলে ধরা হয় এবং সামাধানের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এনসিটিএফ সদস্যরা তাদের কমিটির আওতাভূক্ত সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে এবং যে সকল অসংগতি পাওয়া যায় তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। বিশেষ করে শিশু অধিকার বিষয়ে। এনসিটিএফ শিশুদের গণ-শুনানির ফলেই আজ মেহেরপুর জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তাদের বাজেটে শিশুদের জন্য খাত ওয়ারী সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখে এবং সে মোতাবেক খরচ করে । তারা শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নে নয় বরং বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, যেমনঃ গল্পের বই, ব্যাগ, সাইকেল এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের ঔষধ, স্যানিটারী ন্যাপকিন, ময়লা ফেলার ঝুড়ি প্রদান করছেন। এ প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম সাকলায়েন ছেপু বলেন, "পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় এনসিটিএফ কমিটি আমার পরিষদের উম্মুক্ত বাজেট সভা ও গণ-শুনানীতে অংশগ্রহণ করে। শিশুরা যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সমস্যাগুলো পেশ করে তা আমার খুব ভালো লাগে এবং তাদের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে আমি প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে গল্পের বই, ব্যাগ, প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের ঔষধ, ময়লা ফেলার ঝুড়ি প্রদান করি।"

বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আয়ুব হোসেন বলেন, "আমাদের উম্মুক্ত বাজেট সভা ও গণ-শুনানীতে এনসিটিএফ কমিটি অংশগ্রহণ করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। আমরা বুঝেছি সত্যিকার অর্থে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে শিশুদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, তাদের মতামতকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তাদের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে আমি আমার ইউনিয়ন পরিষদে শিশুদের জন্য একটি আলাদা সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছি। যাতে শিশুদের জন্য আমরা কোন্ কোন্ খাতে কী ধরনের বাজেট রেখেছি এবং তাদের জন্য পরিষদে কী কী সেবা বিদ্যমান রয়েছে তা জানতে পারে। আমার জানামতে মেহেরপুর জেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় এটি স্থাপন করা হয়েছে।"

কমিউনিটি মবিলাইজেশন

প্রকল্পের লক্ষ অর্জনের জন্য সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্তে কমিউনিটি মবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কমিউনিটি মবিলাইজেশনের দু'টি বড় কার্যক্রম বা কম্পোনেন্ট হচ্ছে কমিউনিটি কোর গ্রুপ (সিসিজ) এবং কমিউনিটি বেইজড্ অর্গানাইজেশন (সিবিও)।

কমিউনিটি কোর গ্রুপ (সিসিজ)ঃ স্থানীয় পর্যায়ের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশুর মৌলিক শিক্ষা, কৈশোর উন্নয়ন ও বিকাশ এবং শিশু-কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যা মোকাবেলায় শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্প এলাকায় প্রতি ২৫০ পরিবারের জন্য একটি কমিউনিটি কোর গ্রুপ (সিসিজি) গঠন করা হয়। কর্মএলাকায় মোট ৩৫৯টি দল (গাংনী-২৯০টি এবং মুজিবনগর-৬৯টি) গঠন করা হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ৪,৭১৯ জন। তাছাড়া আরো যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে সিসিজি গঠন করা হয় তা হলঃ

- কমিউনিটিকে সংঘবদ্ধ করা;
- সমাজের নানা স্তরের মানুষকে এই কাজে সম্পৃক্ত করা;
- শিক্ষক নিয়োগে সহযোগিতা করা;
- প্রাক বিদ্যালয় ও কৈশোর কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন;
- ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;
- সময়মত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিশ্চিতকরণ;
- এসএমসিকে সক্রিয় ও উজ্জীবিত রাখা;
- বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের আয়োজন;
- কমিউনিটি ব্যবস্থাপনা/কমিউনিটি তত্ত্বাবধান;

সিসিজি যাতে প্রগতিশীল সামাজিক সংগঠন সিহেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত সহযোগিতা এবং নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। সিসিজিগুলো বড় পরিসরে কাজ করার জন্য পরবর্তীতে তারা ইউনিয়ন ভিত্তিক সিবিও কমিটি গঠন করেন। প্রত্যেক সংগঠন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে। তারা সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু সুরক্ষা, শিশু বিবাহ প্রতিরোধ এবং শিশু বিকাশে সহযোগিতা ইত্যাদি সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সিসিজি এবং সিবিও গঠন হতে শুরু করে অদ্যাবধি শিশুদের জন্য প্রকল্প টেকসই করতে শিশু উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। যেমনঃ

- বিদ্যালয় পরিদর্শন;
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা;
- গরীব এবং মেধাবী শিশুদের পুরস্কার প্রদান;
- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা (সংযোগ রাস্তা মেরামত, বিদ্যালয় মেরামত ইত্যাদি);
- শিশু ভর্তিতে সহায়তা করা;
- কৈশোর কেন্দ্রে বই প্রদন;
- আনন্দ আয়োজন ও পঠন উৎসবে পুরস্কার প্রদান;
- বিদ্যালয়ে আইসিটি উপকরণ প্রদান;
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণ;
- এলবি/এনবি ক্লাবের শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ;
- শিশুবরণ অনুষ্ঠানের উপকরণ প্রদান।